“লিবিয়ার মুসলমানদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি”

শাইখ আবু আল- হাসসান রশীদ আল- বুলায়দী

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

الحمد لله وحده، وصلَّى الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العليِّ العظيم

أمَّا بعد؛

শুরুঃ

আল্লাহ্ সুবহানুহুওয়াতাআলা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ
ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে। মূসা বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বাহা, আয়াতঃ ২৪- ২৮)

হে লিবিয়ার মুসলিম প্রতিবেশি ভাইয়েরা,সূচনালগ্নে যে মানুষকে ধন্যবাদ দেয় না তারা আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়াতালাকেও শুকরিয়া জানায় না। আমি আমাদের ইসলামিক মাগরিবের মুজাহিদিনের পক্ষ থেকে তাগুত শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন এবং আপনাদের জিহাদ ও শুহাদাদের কবুল করে নিন। আপনাদের বিপ্লবের মাধ্যমে এইটা প্রমান হয়ে গেছে এই সৌভাগ্যশীল উম্মাহর কাছে ইসলাম আন্তরিক। ইসলাম এবং এই উম্মাহর নিকট অপরিচিত এইসব তাগুত শাসকেরা এই উম্মাহর প্রতিনিধি হতে পারে না। ঐ সকল তাগুত অত্যাচারিত শাসকেরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় নি। তাদের চতুরতা থেকে ইসলাম অনেক বড় যা তারা স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। তারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেনও আল্লাহ্ তার নূরকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

আল্লাহ্ সুবহানুহুওয়াতাআলা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ
তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেনঃ পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণণা করেন- যাতে তারা চিন্তা- ভাবনা করে। এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন। (সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ২৪-২৭)

আপনাদের ভূমিতে যা ঘটেছে আমরা সেদিকে নজর রেখেছি এবং আমরা এই বিজয়ে খুবই খুশি। আমরা খুশি তাগুত শাসকের পতনে এবং মুসলিম উম্মাহর এই আন্দোলনে যা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে এবং শুকরিয়ার সিজদাহতে সাজানো ছিলো। এ এক এমন সুখের মূহুর্ত যা চতুর ক্রুসেডারদের জন্য চিন্তার কারন। আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের ও আপনাদের নিরাপত্তা এবং দৃঢ়তার জন্য দোয়া করছি। সহীহ মুসলিমে বর্নিত হয়েছে আবু রুকাইয়া তামিম বিন আওয়াস আল দারি (রাযিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্নিত যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দ্বীন(ধর্ম) হলো নসীহা(উপদেশ), সাহাবারা(রা) জিজ্ঞাসা করলেন কার প্রতি? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "আল্লাহ্, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং মুসলিমদের ইমাম ও সাধারনদের প্রতি"।

উপদেশ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তাঁর শুভ কামনা করা এবং এইটাই মুসলিমদের ইমাম ও জনগনকে উপদেশ দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং মুমিনদের প্রতি উপদেশ হচ্ছে মুমিনদেরকে আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসতে হয়। এক মুসলিম তাঁর নিজের জন্য যা ভালোবাসে অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই ভালোবাসে, যা নিজের জন্য ঘৃনা করে অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্য তা করে। তাঁদের জন্য দয়া থাকবে ও তাঁদের যুবক এবং বৃদ্ধদেরকে ভালোবাসবে ও সম্মান করবে, তাঁদের খুশীতে আনন্দিত হবে ও তাঁদের দুঃখে ব্যাথিত হবে, তাঁদের সঠিক পথে সাহায্য করবে ও তাঁদের সংশোধন করাকে পছন্দ করবে, তাঁদের সাথে অন্তরঙ্গতা এবং মহব্বত বজায় রাখবে। তাঁদের শত্রুকে প্রতিপক্ষ মনে করবে এবং যেকোন ক্ষতি থেকে তাঁদের রক্ষা করবে। তাঁদেরকে সত্য সঠিক পথ প্রদর্শনে সাহায্য করবে এবং অন্যায় ও আগ্রাসনে সাহায্য করবে না। তাঁদেরকে সত্য প্রকাশ করে দেয় এবং এই পথে পথ প্রদর্শন করে। তাঁদের দুনিয়া এবং আখিরাতের সঠিক পথ প্রদর্শন করে সকল ধরনের বানী ও কার্যাবলী দ্বারা। আল- ফোজাইল ইবনে আয়াজ রহিমুল্লাহ বলেছেনঃ "আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের এই অবস্থানে অধিক সালাত ও সাওমের মাধ্যমে আসেনি বরং আত্মার বিস্তৃততা, আত্মার বন্ধন এবং উম্মাহকে উপদেশ দেয়ার মাধ্যমে এসেছে।"

ভাইদেরকে উপদেশ দেওয়া ইসলামী ভাতৃত্ববোধের ফরজ থেকে এসেছে যা কোনও ভৌগলিক সীমারেখা এবং সংস্কৃতিকে স্বীকার করে না। যখন আমি আমার মুসলিম ভাইদেরকে নসীহা দিচ্ছি তখন আমি এইটি স্মরন রেখেছি যে অন্যান্য মুসলিম ভূমির ন্যায় লিবিয়ারও নিজস্ব পরিবেশ পরিস্থিতি আছে। লিবিয়াতে সাধারন জনগন আছে এবং সেখানে আছে ইসলামিক শাওয়ার মাদ্রসার সন্তানেরা যাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য আছে আরও আছে ধর্মনিরপেক্ষরা; সেই জন্য আমি অল্প কথাতে আমার বক্তব্য দিবো যাতে নিয়্যাত বিনষ্ট না হয়; বুদ্ধিমানদের জন্য বড় বক্তব্যের বদলে কিছু সংকেতই যথেষ্ঠ। আল্লাহ্ সুবহানহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি যাতে তিনি ভাইদের হৃদয়কে প্রশস্ত করে দেন যাতে করে তাঁরা নসীহা শুনে সঠিক পথ পেতে পারে এবং গ্রহন করবে আর যেটাকে তাঁরা খারাপ দ্বন্দে দন্ডিত করবে তা ভালো প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ফেরত দিবে; এবং এই ব্যক্তি এক অথবা দুইটি পুরষ্কারের আশাকারী তাই আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাই।

শুরু করছি পশ্চিমাদের দিয়ে যারা দ্বীন ইসলাম ও দেশে অপরিচিত। নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে যুদ্ধকে একটি স্থানে নেওয়ার জন্য বহির্শক্তি ক্রুসেডার ন্যাটো থেকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান, যারা ইতিহাসের সাথে পরিচিত ও ক্রুসেড পশ্চিমাদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক নিয়ে জ্ঞান রাখে এবং আরও বুঝে যে এই হস্তক্ষেপ মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসার কারনে নয় যাতে লিবিয়ানরা অত্যাচার ও অধীনতা থেকে মুক্তি পায়। বরং ঐসব তাগুতদের সাথে এই ক্রুসেডাররাই দেনা কারবার করতো যাদের হাতে নিষ্পাপ মুসলমানদের রক্ত রঞ্জিত। যখন ঐসব তাগুতেরা লিবিয়ার মুসলিমদেরকে অত্যাচার করেছিলো ও পরাধীন করে রেখেছিলো, দ্বীনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো এবং মুসলিমদেরকে দরিদ্রে পরিনত করেছিলো তখন কেনও এইসব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চুপ ছিলো যারা কিনা স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়?

পশ্চিমা ক্রুসেডাররা এইখানে এসেছে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃনিত ক্রুসেড বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। কোথায় ছিলো ঐ সকল আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারক এবং সহানুভূতিশীলরা যখন বিগত বছরগুলোতে লিবিয়ার জনগন এই তাগুত শাসকগোষ্ঠী দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল? যেখানে ফিলিস্তিন,ইরাক,আফগানিস্তান এবং অন্যান্য মুসলিম ভূমিগুলোতে মুসলিম মহিলা,শিশু এবং বৃদ্ধরা নিহত হচ্ছে সেখানে এই সকল আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারক এবং সহানুভূতিশীলরা কোথায়? যেইখানে সিরিয়ার তাগুত সরকার কতৃক সাধারন জনগন প্রতিদিন রক্তাক্ত হচ্ছে সেখানে এইসকল আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারক এবং সহানুভূতিশীলরা কোথায়?

ক্রুসেডার ন্যাটো জোট এই বিপ্লবকে সাহায্য করার মাধ্যমে আপনাদের বিপ্লবে থাকতে চায় এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তদাতা হয়ে থাকতে চায়। তারা এই রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করতে চায়, পশ্চিমাদের সাথে জোটভুক্ত করিয়ে তাদের উদ্দেশ্য পূরন করতে চায়। ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব এবং জিহাদী ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে চায়; এছাড়াও বিনিয়োগ এবং দেশ পূনর্গঠনের চুক্তি তারা এককভাবে নিতে চায়। তারা শরীআহর শাসনকে গ্রহন করে না এমনকি আফ্রিকার জঙ্গলেও তারা একটি ইসলামিক ইমারাতকে গ্রহন করবে না। তাহলে লিবিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ন স্থানে কি হতে পারে? পরিস্থিতি এখন খুবই জটিল এবং প্রয়োজন অনীহা ছাড়াই বিচক্ষনতার ও অসতর্কতা ছাড়াই দৃঢ়তার। এটি করতে হবে কারন যারা আল্লাহ্‌র জন্য কোরবানী করছেন তাদের কর্মফলকে নিশ্চিত করার জন্য। তাই অসতর্কতার ব্যাপারে সাবধান থাকেন এবং শত্রুদের চালাকির ব্যাপারেও সাবধান থাকেন যাতে তারা আপনাদের জিহাদের ফলকে চুরি করতে না পারে। আপনারা জানেন কিভাবে বিপ্লবকে চুরি করা হয়; যখন মক্কার কুফফাররা বলেছিল "তুমি আমাদের রবকে এক বছর ইবাদত করো আমরা তোমাদের রবকে এক বছর ইবাদত করবো", তাই আলাপ আলোচনার ব্যাপারে সাবধান হোন। ক্ষুদ্র তাগুতের বেড়ে উঠার ব্যাপারে সাবধান হোন যা কিছুদিন পরে বেড়ে উঠে অন্যধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটাবে।

ছোট ছোট বিচ্যুতি সম্পূর্ন পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করার সূচনা হতে পারে।

(আরবী কবিতা)

যে অপমানিত হয়েছিল তার জন্য অপমান সহজ হবে আর মৃত শরীরের জন্য ক্ষত বেদনাদায়ক নয়

আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ

অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াতঃ ৪৫)

এছাড়াও ভাইরা আমি আশা করি আপনারা কুফফারদের ফিকহি ব্যাপারে আর কৃতজ্ঞতার জন্য ব্যবহার করার ব্যাপারে পার্থক্য করবেন। শরীআহর সরকারের ব্যাপারে যেখানে কোনও আলাপ আলোচনা ও আপোষ চলে না! পশ্চিমাদের শক্তি দেখে ভীত হয়ে পড়বেন না যেখানে আল্লাহ্ সুবহানহু ওয়া তাআলা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী!

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্যে একটি নিরাপদ হরম প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফলমূল - আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।(সূরা আল- কাসাস, আয়াত ৫৭)

সত্যকে অন্বেষন করা আল্লাহকে খুশি করার পথে সত্যিকারের গৌরব এবং বিজয়ের পথ। তাই আল্লাহকে খুশি করার বদলে পশ্চিমাদের খুশি করে বসবেন না এবং আমরা আশা করছি আপনারা তা করবেন না।

আল্লাহ্ সুবহানুহুওয়াতাআলা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ

পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমনি আমি আসমান থেকে পানি বর্ষন করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীবজন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি - যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে যমীন উঠলো আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তুপাকার করে দিল যেন কাল ও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শণসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে। (সূরা ইউনূস,আয়াত ২৪)

আল্লাহু আকবার ধ্বনিরত জনগণের প্রতি। হে ইসলাম এবং জিহাদের মানুষ, হে মুসলিমদের আশা জাগরণকারী! এক বড় দায়িত্বের জন্য আপনারা আল্লাহ্ কতৃক পছন্দ হয়েছেন। এই দায়িত্ব হচ্ছে তাগুতকে সরানোর এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব। তাই এই নির্বাচনকে স্বীয় অধিকার দিন এবং আল্লাহ্, তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের সাথে প্রতারনা করবেন না! যখন থেকে আপনারা প্রথম সারিতে লড়াই করছিলেন এবং আপনাদের রক্তে জমিনকে ভিজিয়ে ছিলেন তখন থেকে আপনাদের জিহাদ উম্মাহকে অগ্রসর ও গতিশীল করছে যা কেউ অস্বীকার করছে না। গনীমতের মালের ফিৎনা থেকে সাবধান থাকুন! এই সময় আপনার বন্ধুদেরকে বোঝানোর জন্য সকল সাম্প্রদায়িক, মাযহাবি ফিকহী বিষয় ও অন্যান্য সকল মত অপেক্ষা অনেক উপরে। সাবধান হোন ইসলামের উপর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা ও দলীয় প্রভাব বিস্তার করছে। তাই সুযোগ হারাবেন না কারন পরে দুঃখ প্রকাশ করলেও সেটা লাভ হবে না। আলোচনা করুন যা দ্বীনকে সম্মানিত করবে আর আপনাদের মুসলিম ভাইদেরকে হতাশাগ্রস্ত করবেন না। আপনাদের সকল চেষ্টা একত্রিত করুন এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখুন উমার মুখতারের লিবিয়াতে শরীআহ বাস্তবায়ন করার জন্য। এইটা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ; তারা সেটা পছন্দ করুক বা না করুক শরীআহ দ্বারা সরকার পরিচালনা

করাটা তাওহিদ জাতীয় ঐক্য আর লিবিয়ার নিরাপত্তা থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ন। হয়ত আল্লাহ্ আপনাদের হস্তে বিজয় দিবেন যা দ্বারা মুসলিমদের চক্ষুকে শান্তি দিবেন।

আপনাদের দাওয়াত আর জিহাদের ফলাফল নিজ হাতে উত্তোলন করুন। বলির পাঠা হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকুন এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামী জনগণের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা পুনরায় আপনাদের সাথে হোক। আসাব- উল- উখদুদ দিয়েছিলেন আর ফল উত্তোলনকারীরা সকল নীচুতা আর বিশ্বাসঘাতকতার সকল চেষ্টা করেছিল। অবস্থা জটিল এবং প্রত্যকে আপনাদের বিষয় পর্যবেক্ষন করছে। উম্মাহকে ইসলামিকভাবে পরিচালনা ও অগ্রসরমান করার চেষ্টা করুন; ধর্মনিরপেক্ষভাবে নয়! এই পথকে কঠিনভাবে নিবেন না কারন দায়িত্ব অনেক বৃহৎ আর সেই ধরনেরই ত্যাগ করতে হবে।উম্মাহকে আরব ও অনারব তাগুতদের থেকে মুক্ত করুন। লিবিয়াকে খাঁটি ইসলামী পরিচয় আর ইসলামী অভিগমন করে গড়ে তুলুন এবং লিবিয়াকে আরব ও অনারব তাগুতদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে দিবেন না। সেক্যুলার ও নাস্তিক গোষ্ঠীসমূহ যারা আমাদের উম্মাহর উপর তাদের কতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করে এই উম্মাহকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জায়গায় দেউলিয়া করে। উম্মাহকে পূনর্গঠন এবং ইহুদী ও নাসারাদের অধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য তারা কোনও ধরনের পরিকল্পনাই গ্রহণ করেনি। বরং এরা উপহার দিয়েছে পশ্চাৎপদানতা ও দারিদ্র। পশ্চিমা ক্রুসেডাররা কখনই মুসলিমদেরকে ফল তুলতে দেয় না। তারা কখনই ইসলামিক শরীআহ এর উপস্থিতি সহ্য করবে না। জনগন যুদ্ধের মাধ্যমে চেষ্টা করছে এবং মুসলমানের লক্ষ্যই হচ্ছে মানব রচিত আইনকে বাদ দিয়ে আল্লাহ্র শরীআহকে প্রতিষ্ঠা করা। এইটি বলা চরম বোকামী হবে যে এদের রক্তের কোরবানি পশ্চিমা ক্রুসেডার এবং এদের দালালদের জন্য। প্রত্যেকেই ইহা অনুসরণ করছে এবং পর্যবেক্ষন করছে এই জন্য যে এই সুযোগে কি ধরণের শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়। চূড়ান্ত মূহুর্তে আপনাদের দৃঢ় সিদ্ধান্তই উম্মাহকে শরীআহ প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত করতে পারে। তাই এই সুযোগকে হাতছাড়া করবেন না।

আরবি কবিতা

যদি তোমাদের বায়ু তরঙ্গ ইহা দখল করে যখন প্রত্যেকটি বায়ু স্থবির হয়ে পড়ে

এবং এই ব্যাপারে যত যোগ্য ব্যবস্থা নাও কেননা তুমি জানোনা কখন স্থবিরতা আসবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেনঃ “আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। ” (সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৪৯)

এবং শাওকী (আহমেদ) এইভাবে বলেনঃ

আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তাআলা তাঁর আরশের উপর এবং মানুষ তাঁর পতাকাতলে সমান

দ্বীন খুবই সহজ, খিলাফা একটি বায়াহ, এইখানে ব্যাপার হলো শুরা এবং এই অধিকার নেওয়া হয় বিচার বিভাগ থেকে।

হে লিবিয়ার জিহাদী জনগণ যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি বরং এর ভার এখনও অব্যাহত রয়েছে যেখানে শত্রুরা রয়েছে প্রকাশ্যভাবে এবং গোপনভাবে। তাই আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করা থেকে সতর্ক থাকবেন কারন আল্লাহর শত্রুরা ততক্ষন পর্যন্ত আমাদেরকে অত্যাচার করতে পারেনি ও গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে পারেনি যতক্ষন পর্যন্ত আমাদের থেকে একটি ছুরিও পরিত্যাগ করাতে পারেনি। তাই সতর্ক থাকবেন! আপনাদের অস্ত্র ও মর্যাদার বিষয়ে কোনও আপোষ করবেন না। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে। " সূরা আল- আনফাল, আয়াতঃ ৪৬। ঈমানদারদের লক্ষ্য আল্লাহ্র শরীআহকে বাস্তবায়ন করা যা দীর্ঘকালব্যাপী অনুপস্থিত, মুসলিমদের ভূমিগুলোতে কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জায়গায় নেতৃত্ব দেওয়া।

আমি আমার ভাইদেরকে আরও বলতে চাইঃ ক্ষমতার ঔদ্ধত্য প্রকাশ থেকে আমি আপনাদেরকে সতর্ক করছি এবং আমি আপনাদেরকে হুনাইনের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিতে অনুরোধ করছি। যিনি ক্ষমতা দিবার মালিক সেই আল্লাহকে কখনো ভুলবেন না। তাঁর আনুগত্য পালন করতে ভুলবেন না এবং ভোর হওয়ার আগের সময়ে তাহাজ্জুদের নামাজে আন্তরিকভাবে তাঁর আশ্রয় নিন।

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে বলেনঃ "যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মুসলমানগনের ভরসা করা উচিত" (সূরা আল- ইমরান,আয়াত ১৬০)

কবি বলেনঃ

আরবি কবিতা

যদি আল্লাহ্ যুবকদেরকে সাহায্য না করতেন তাহলে আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য সকল সাহায্যকারী তাঁদেরকে নীচে নামিয়ে দিত।

কথায় এবং কাজে হিংস্রতা পরিহার কর সাধারনভাবে জনগনের সাথে এবং বিশেষভাবে প্রতিপক্ষের সাথে মারমুখি হওয়া থেকে বিরত থাক; কেননা মধ্যমপন্থা যেকোনো ব্যাপারকে সুন্দর করে তুলে এবং হিংস্রতা যেখানে যেকোনও ব্যাপারকে অপছন্দনীয় করে তুলে।

গোত্রের শাইখ ও জনগণের মধ্যে যারা বৃদ্ধ আছেন তাদের জন্য এবং যারা তাদের ন্যায়পরায়নতা ও দুর্নীতিকে অনুসরন করছেন তাঁদেরকে বলতে চাই আজকের এই যুদ্ধক্ষেত্র সকল মুসলিম উম্মাহর যুদ্ধক্ষেত্র আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারদের প্রতি; মূর্খ গোত্রদের থেকে সতর্ক থাকবেন কারন আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এদের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগকে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে বলেনঃ "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আল ইমরান,আয়াতঃ১০৩)। মুজাহিদীনদের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করুন। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে বলেনঃ "আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে,

তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।” (সূরা আল- মায়েদা,আয়াতঃ৫৬), আপনাদের দ্বীন এবং জনগণ এর সাথে প্রতারনা করবেন না। মনে রাখবেন প্রতারনা অত্যন্ত সম্মানহানিকর ও লজ্জাজনক এবং শুয়োরের জন্য তৃনভূমি ব্যবহার করার চেয়ে উটের জন্য ব্যবহার করা ভালো।

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে বলেনঃ “আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না”। (সূরা আল- হজ্জ, আয়াতঃ ১৮)। আল্লাহ্র আইন ও তাঁর রসূলের সমর্থক এবং একজন দা'য়ী হিসেবে নিজেকে তৈরি করুন, বিরূদ্ধচারনকারীদের ঘৃনা আপনাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ্ কুফফারদের ধূর্ততাকে দূর্বল করতে থাকবেন। আল্লাহ্ও তাঁর রসূলের পাশে থাকা দুনিয়া এবং আখিরাতে গর্বের বিষয় করুন। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে বলেনঃ “মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য”। (সূরা নূর,আয়াতঃ ৫১- ৫২)

আরবি কবিতা

আমাদের সকল ভূমি দখল করা হয়েছে তাই এইটা কোনও বিষয় না দখলকার বাহিনীরা আছে নাকি চলে গেছে

ইহা আমাদের দেশগুলোতে ফল দিবে যদি ইহা দোলনাতেই আমাদের দেশগুলোতে মারা যায়

যদি এইটা গোলামীর শিকলের দিকে যেতে থাকে তাহলে শুধুমাত্র ভূমি স্বাধীন করে কি কোনও লাভ হতে পারে ?

তাই ফিরে আসার পূর্বে তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র দিকে ফিরো এবং যারা দ্বীনকে ছেড়ে দেয় তাদের জন্য বিজয়ের কোনও আশা নেই।

আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি যেন আল্লাহ্ আপনাদেরকে কবুল করেন এবং সকল মুসলিমকে কবুল করেন যারা সহিহ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে তাদের প্রত্যেকের মহান অভিভাবক হয়ে যান এবং তাঁর শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন। তাঁকে আনুগত্য করে কাজ হোক এবং তাঁর আনুগত্য বিহীন কাজ করাকে প্রতিরোধ করা হোক।

وصلى الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

পরিবেশনায়

আল- ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়া